দৈনিক খবর

তারিখ 23 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

৪

২৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

একাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচন মঙ্গলবার

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

আগামী ২৪শে নভেম্বর মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, ফাইন্যান্স কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচন। ১ নং বিজ্ঞান অনুষদ গ্যালারীতে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এই নির্বাচন চলবে। এবারের নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সপক্ষের এবং বিপক্ষের দু'টি স্রোতধারায় ভোটাররা (শিক্ষক) সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। সর্বমোট ভোটারেরসংখ্যা৩২৬।

নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও প্রগতির চেতনায় উজ্জীবিত শিক্ষক সমাজের পক্ষের 'গোলাপী প্যানেল'–এর নেতৃত্বে রয়েছেন অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান, ডঃ হামিদা বানু, ডঃ অনুপম সেন ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান। অপর পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদী চেতনায় উজ্জীবিত সাদা প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অধ্যাপক আব্দুল জব্বার খান, বদিউর রহমান, ডঃ হারুন ও ডঃ লোকমান। আর গ্রীন প্যানেল–এর নামে জামায়াতের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ডীন প্রার্থী হয়েছেন গণতান্ত্রিক শিক্ষক সমাজের অধ্যাপক হায়াত হোসেন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি প্রগতি ও বিপ্লবী ধারায় নিজেকে আত্মপ্রচার করলেও এবারের নির্বাচনে জামায়াতের ছত্রব্যানারে তিনি মাঠেনেমেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত গোলাপী প্যানেলে ডীন প্রার্থী রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, ফাইন্যান্স কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি প্রার্থী হিসেবে বিজ্ঞান বিভাগের ডঃ মঞ্জুর মোরশেদ মাহমুদ, একাডেমিক কাউন্সিলে সহযোগী অধ্যাপক প্রতিনিধি (২ জন) উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ডঃ মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, বাংলা বিভাগের ডঃ সৌরেন বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক প্রতিনিধি (২ জন) পরিসংখ্যানের মোহাম্মদ এমদাদুল হক, সমাজতত্ত্বের মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, প্রভাষক প্রতিনিধি (২ জন) চারুকলা বিভাগের মোহাম্মদ রহমত আলী ও লোক প্রশাসনের হোসাইন কবির। এবারের নির্বাচনে গোলাপী প্যানেলের বিজয়ের সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল।

বর্তমান ক্যাম্পাসে বিরাজমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরোক্ষ ছত্রছায়ায় ছাত্র শিবিরের অবস্থানের কারণে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে এর অশুভ প্রভাব পড়তে পারে।

১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বর ক্যাম্পাসে সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে তৎকালীন সরকারী দলীয় ছাত্র সংগঠন নেতা আব্দুল হামিদের হাত কাটা দিয়ে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের আনুষ্ঠানিক গোড়াপত্তন ঘটে এবং প্রগতিশীল ছাত্র–ছাত্রীদের জিম্মি করে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষকও তাদের নগ্ন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ফলে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে 'গণতান্ত্রিক শিক্ষক সমাজ' নামে বিকল্প শিক্ষক ফোরাম গড়ে তোলে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩ লংঘন করে নির্বাচিত ভিসিকে সরিয়ে সংশ্লিষ্ট ফোরামের পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার নতুন উপাচার্যনিয়োগকরেছেন।

১৯৯০ সালের ২২শে — ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবির সাধারণ ছাত্র–শিক্ষকের ওপর অপর এক নারকীয় হামলা চালায়। এতে প্রাক্তন উপ–উপাচার্যসহ শতাধিক শিক্ষক–শিক্ষিকা, ছাত্র–ছাত্রী ও কর্মচারী লাঞ্ছিত এবং আহত হয়। নিহত হয় ছাত্রফ্রন্ট নেতা ফারুকুজ্জামান। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বাসরুদ্ধকর 'শান্তিময়' পরিবেশ ক্ষমতাসীন সরকার ও স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত–শিবিরের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চারণ ক্ষেত্র সৃষ্টির অশুভ পূর্বাভাস বলে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে। ছাত্র নেতাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ও মুক্ত বুদ্ধি, সংস্কৃতি চর্চায় অন্তরায় সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজাকারদের চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করতে চায়।

OF — SHEETS